দর্শনায় নাইট গার্ডকে রাতে বেঁধে রেখে জমির ফলন্ত কলাগাছসহ ভেকু দিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি

দর্শনায় নাইট গার্ডকে রাতে বেঁধে রেখে জমির ফলন্ত কলাগাছসহ ভেকু দিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছে বলে জমির মালিক নাস্তিপুর গ্রামের গোলাম রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম অভিযোগ করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে নাইট গার্ড ইছাহক আলী (৭৫) জানান, আমি নাস্তিপুর গ্রামের গোলাম রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম এর কলাবাগান ঠেকায়।এ সময় ৭/৮জন লোক এসে আমাকে ডেকে নিয়ে কলাবাগানের জমির পাশে বাঁশ গাছের সাথে আমার মাপলার দিয়ে বেঁধে ভেকু দিয়ে মাটিকাটা শুরু করে।

রাত ১টা ৫মিনিটে আমাকে ছেড়ে দেয়। এরপর ভোর ৫টা পর্যন্ত ভেকু দিয়ে কলাবাগান তছরুপ করে ৫কাঠা জমির মাটি কেটে নিয়ে যায়। এসময় আমার প্রেসার বেড়ে গেছে তাদের জানালে তারা মদের বোতল থেকে আমার মাথায় পানি দেয়। এরপরও আমাকে ছাড়েনি। আমি তাদের চিনতে পারিনি।

এসময় বাঁশ বাগানের পাশের গলিতে শুকুরো বাঘের ছেলে জুয়েল দাঁড়িয়ে ছিলো আমাকে দেখছিল। ট্রাক্টর ড্রাইভার কায়েশকে চিনতে পেরেছি। সে ওদুদশাহর ভাটায় ট্রাক্টর চালাতো। আমাকে বেঁধে রেখে ৫/৬ জন পাশে মদ খাচ্ছিল আর কিছু লোক মাটি কাটছিলো।

সকালে জমির মালিককে জানালে, তারা ঘটনার তদন্ত করে জয়রামপুর হেডভাটায় ঐ মাটি নিয়ে বিক্রী করা হয়েছে বলে জানান, সাবেক পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চঞ্চল মেম্বরের ভাই আরিফুল ইসলাম। কলাবাগান ও মাটি বিক্রী করার মালিক পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি প্রায় লক্ষাধিক টাকা। এ বিষয়ে মামলার প্রক্রীয়া চলছে বলে জানান, জমির মালিক আরিফুল ইসলাম।

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠ থেকে ৬৩৬ পিচ ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠ থেকে ৫৮ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬৩৬ পিচ ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে ৫৮ বিজিবি এর অধীনস্থ নিমতলা বিওপি’র হাবিলদার আব্দুল জলিল মোল্লার নেতৃত্বে,দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মাঠের সাগর মিয়ার কলাবাগানের ভিতরে অভিযান চালায়।

এসময় বিজিবি’র উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন চোরাচালানী দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি আসামীবিহীন অবস্থায় ৬৩৬ পিচ ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

দর্শনার কুন্দিপুরে গৃহবধূ ও যুবককে মধ্যযুগীয় নির্যাতন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন নেহালপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামে ঘটে যাওয়া এক নৃশংস ঘটনায় এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জেলাজুড়ে।

পরকীয়ার অভিযোগ তুলে এক গৃহবধূ ও তার কথিত প্রেমিককে প্রকাশ্য দিবালোকে চুল কেটে, গলায় জুতার মালা পরিয়ে গাছের সঙ্গে বেধে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। সামাজিক বিচার-এর নামে সংঘটিত এই ঘটনা অনেকের কাছেই মধ্যযুগীয় বর্বরতার নগ্ন

প্রদর্শন বলে মনে হচ্ছে।

ভুক্তভোগীরা হলেন,আসমা বেগম (২৫) কুন্দিপুর গ্রামের মো. আরিফের স্ত্রী ও স্বপন (২৮) একই গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে ঘটনাটি ঘটে ১৪ জানুয়ারি (বুধবার) সন্ধ্যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অসামাজিক কার্যকলাপ-এর অভিযোগ তুলে এলাকার একাংশ প্রথমে দু’জনকে আটক করে। এরপর কোনো ধরনের আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রকাশ্যে শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। চুল কেটে অপমান, জুতার মালা, গাছে বেধে রাখা,সবকিছুই চলেছে উৎসুক জনতার সামনে। কেউ কেউ সেই দৃশ্য ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ ও লজ্জাজনক করে তোলে।

ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরকীয়া অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো,আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কি কোনো সমাজকে দেওয়া হয়েছে? চুল কেটে অপমান করা, গলায় জুতার মালা পরানো, গাছে বেধে রাখা,এসব কি সভ্য সমাজের বিচার পদ্ধতি?

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, আমরা সবাই পাপী, আপন পাপের বাটখাড়া দিয়ে অন্যের পাপ মাপি। এই ঘটনায় সেই কথাই যেন নির্মমভাবে সত্য হয়ে উঠেছে।

এলাকার সচেতন মহলের প্রশ্ন পরকীয়া যদি অপরাধ হয়, তাহলে সুদখোরি, জমি আত্মসাৎ, পারিবারিক প্রতারণা কি অপরাধ নয়?

একই সমাজে এসব ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেগুলোর জন্য কেন এমন প্রকাশ্য শাস্তি দেখা যায় না?

আরও বিস্ময়ের বিষয়,কিছুদিন আগেই একই এলাকায় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে দিব্যি সংসার করছেন। তখন কোথায় ছিল এই তথাকথিত নৈতিকতার পাহারা?

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনায় সংঘটিত হয়েছে একাধিক ফৌজদারি অপরাধ, বেআইনি আটক,শারীরিক নির্যাতন,নারীর মর্যাদাহানি,প্রকাশ্যে অপমান,গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব আদালতের, জনতার নয়।

এই ঘটনার সবচেয়ে বড় শিকার শুধু ওই নারী বা যুবক নন। তাদের সন্তান, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সবাইকে আজীবন বহন করতে হবে সামাজিক লজ্জা, মানসিক ট্রমা ও নিরাপত্তাহীনতা।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ পাঠিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, সমাজের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নেই। কাউকে মারধর করা, চুল কেটে অপমান করা সম্পূর্ণ বেআইনি। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আদালতের মাধ্যমে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলে দেশের প্রচলিত আইন, আদালত ও বিচারব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিকভাবে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে চুল কেটে দেওয়া বা মারধর করা নিজেই দণ্ডনীয় অপরাধ। ভুক্তভোগীরা চাইলে এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

২০২৬ সালে দাড়িয়ে আমরা কোন পথে হাটছি আইনের শাসনের দিকে, নাকি জনতার উন্মত্ততার দিকে?

সচেতন মহলের দাবি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, আইন হাতে নেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা,ভুক্তভোগীদের আইনি ও মানসিক সুরক্ষা, প্রতিটি অপরাধের বিচার হোক, কিন্তু তা হোক আদালতে,জনতার লাঠি দিয়ে নয়। সভ্য সমাজে মধ্যযুগীয় বর্বরতার কোনো জায়গা নেই।

দর্শনায় পাখি শিকারীর হাতে দুই নারী নিযার্তনের স্বীকার, থানায় অভিযোগ

দর্শনায় পাখি শিকারীর হাতে দুই নারী নিযার্তনের স্বীকারের ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ৩টার দিকে

দর্শনা রিফিউজি কলনীর দুই নারী আব্দুস শুকুরের স্ত্রী জাহিদা খাতুন (৪০) ও সমশের আলীর স্ত্রী নুরজাহান খাতুন (৫৫) পরাণপুর ও রামনগর মাঠে ছাগল চরাতে যায়। এদিকে আগে থেকে পাখী শিকারী রিফিউজি কলনীর রোজির খাতুনের ছেলে রাজু হোসেন ও সাজু হোসেন ঐ মাঠে আগে থেকে পাখী ধরা ফাঁদ পেতে রাখে।

এসময় জাহিদা খাতুন (৪০) ও নুরজাহান খাতুন (৫৫) রামনগর মাঠে ছাগল চরাতে গিয়ে পাখী ধরা এলাকায় ছাগল নিয়ে গেলে তাদের ছাগল সরাতে বলে। এদিকে জাহিদা খাতুন ও নুরজাহান খাতুন ছাগল সরাতে দেরী করে। এসময় রাজু হোসেন ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ দুই নারীকে বাঁশের কাবারী দিয়ে বেদম প্রহার করে এবং জাহিদা খাতুনের গলাই হাঁসুয়া দিয়ে জবাই করতে যায়। এতে জাহিদার গলাই ও কোমরের নীচে ফোলা রক্তজমাট ও ক্ষত হয়। নুরজাহান ছুটে এসে তাকে বাঁচাতে আসলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আহত করে। এতেই রাজু শান্ত না হলে আশেপাশের মাঠের লোকজন এসে জাহিদাকে রক্ষা করে।

এলাকাবাসী জানান, রাজু দীর্ঘদিন সুন্ডো, বেতোগাড়ীর মাঠ, রামনগর মাঠ, মাথাভাঙ্গা গোপাল খালীর মাঠে অতিথি পাখি, ডাউক পাখী, টিয়া পাখী, হাঁসপাখী, পানকৌড়ি, ঘুঘু পাখীসহ নানা ধরনের পাখি শিকার করে বিক্রী করে আসছে। তার একমাত্র কাজই পাখি ধরে বিক্রি করা বলে জানা গেছে।

আইনগত পাখি ধরা নিষিদ্ধ থাকলেও সে আইনের তোয়াক্কা না করে নির্বিঘ্নে প্রতিনিয়ত পাখী ধরে চলেছে। এদিকে জাহিদা খাতুনের উপর নিযার্তন করার ঘটনায় জাহিদা খাতুন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজু হোসেনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র

করে দু’পক্ষের মারামারি: আহত ৫ জন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং তার একপর্যায়ে বাজার কমিটি অফিস ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত গনি মিয়ার ছেলে মাংশ দোকানী মোঃ কালু মিয়া (৩৫), আজিমপুরের মৃত বাবু মিয়ার ছেলে রয়েল এক্সপ্রেস পরিবহনের হেলপার মোঃ আসলাম হোসেন (৩০), সুপারভাইজার ও মটর শ্রমিকের নেতা জাকির হোসেন (৪৬), রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মেম্বর শরীফ মেম্বর সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মনোরঞ্জন মার্কেটের সামনে পরিবহন বাস ঘোরানোর সময় সেখানে থাকা রেল বাজারের কালু কশাই এর দোকানের সুজন নামের একজনের সাথে রাস্তা থেকে ভ্যান সরানো নিয়ে তর্ক বির্তক সৃষ্টি হয় পরিবহনের আসলামের সাথে এবং তারই একপর্যায়ে আসলামকে মারধর করে সুজন। পরে স্থানীয়রা মারামারি থামিয়ে দেয়। তবে এ ঘটনায় পরিবহনের আসলাম বেশ অনেকটাই আহত হয়।

এরপর বিষয়টি সমাধানের জন্য মটর শ্রমিক ও রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং শুক্রবার বিকাল ৩ টায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে দুই পক্ষ নিয়ে বসা হয়। সমাধানের এক পর্যায়ে মটর শ্রমিকের পক্ষে একজন বহিরাগত দোকান মালিক সমিতির মেম্বরের সাথে উচ্চস্বরে রাগান্বিত হয়ে কথা বলার একপর্যায়ে অফিসের চেয়ার তুলে মারামারি হট্টগোল শুরু হয়ে যায় দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ের মধ্যে।

এ ঘটনায় অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয় এবং সেখান থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগও করা হয় মটর শ্রমিকের লোকজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ ঘটনায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আল্টিমেটাম দেওয়া হয় দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় না

আনা হলে রেল বাজারের সকল দোকান বন্ধ করে রাখার হুশিয়ারী দেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। আর এ ঘটনায় দুই পক্ষ থেকে দুইটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আমাদের পুলিশ ফোর্স টহলে আছে এবং আইনী বিষয়ে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে।

দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন চন্ডিপুর গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক (৬৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিক উপজেলার চন্ডিপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত তরিবত মন্ডলের ছেলে এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার ভোরের দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ টিম উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক-কে গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নাশকতা মামলা হয়েছে। তাকে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

দর্শনার আজমপুরে গর্তের পানিতে ডুবে শিশু মৃত্য

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বাড়ির পাশে গর্তে জমে থাকা পানিতে ডুবে এক শিশুর করুণ মৃত্য হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু আবু সাঈদ(৩) দর্শনা আজমপুরের রুবেল হোসেনের ছেলে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ শুক্রবার বাড়ির পাশে রাস্তার উপর ছেলে মেয়েদের সাথে খেলা খেলছিলো। খেলতে খেলতে সবাই বাড়ি চলে গেলেও আবু সাঈদ বাড়ি ফেরেনি। তখন আবু সাঈদের মা খুজতে থাকে। খুজতে খুজতে দেখে বাড়ির পাশে গর্তে শিশু আবু সাঈদ পানির উপর ভাসছে তাকে উদ্ধার করে সাথে সাথে তাকে তুলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এ ব্যাপারে দর্শনা খানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু জানিনা।

দর্শনায় জাতীয় সংসদ নিবার্চন ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

আগামী জাতীয় সংসদ নিবার্চন ও আইনশৃঙ্খলা বিষয় এবং দর্শনা থানার নবাগত অফিসার্স ইনর্চাজ মেহেদী হাসানের সাথে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে নবাগত অফিসার্স ইনর্চাজ মেহেদী হাসান শুভেচ্ছা জানানো হয়। এসময় দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির

সভাপতি আওয়াল হোসেন, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি সিনিয়ার সাংবাদিক মনিরুজ্জামান ধীরু ও জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ দর্শনার আইন শৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি যাতে না হয়, সে বিষয়ে নবাগত ওসিকে সজাগ থেকে কাজ করার জন্য আহবান জানান। এবং আগামী জাতীয় সংসদ নিবার্চন সুস্থ্য ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য বেশ কিছু পরার্মশ প্রদান করেন।

এসময় নবাগত অফিসার্স ইনর্চাজ মেহেদী হাসান উপস্থিত সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রদান করার জন্য বলেন। মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ওয়াসীম রয়েল, সাব্বির আলিম, ইমতিয়াজ রয়েল, শ্রী কমল বাঁধন, রিফাত রহমান, আব্দুল হান্নানসহ সাংবাদিকবৃন্দ। মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দর্শনায় দোয়া মাহফিল

দর্শনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের আয়োজনে সোমবার দুপুরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এ মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ আশাদুল মোল্লার সভাপতিত্বে এবং মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সাবু তরফদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, শরিফুল ইসলাম শরীফ, ইকবাল হোসেন, মালেক মণ্ডল প্রমুখ। এ সময় সেখানে দর্শনা পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র হত্যা করে কেউ টিকে থাকতে পারে না। দেশ আজ চরম দুঃশাসন, ভোট ডাকাতি ও দমন-পীড়নের শিকার। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা, দেশ ও জাতির মুক্তি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ওসমান হোসেন।

দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে জামায়াতের জেলা আমীরের মতবিনিময়

দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জামায়াতের জেলা আমীর রুহুল আমিন বলেছেন, আমরা রাজনৈতিক কালচারালের পরিবর্তন করতে চাই। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।

গতকাল শনিবার দুপুরে দর্শনার পুরাতন বাজারে অবস্থিত লিটিল এনজেল কেজি স্কুলে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামায়াতের দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় আসলে

ছেলে ও মেয়েদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। অবহেলিত জেলায় শিক্ষার মান বাড়াতে চাই। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে মুক্তি যোদ্ধা শুরু হয়েছিল। আজ মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত। অনেক

মুক্তিযোদ্ধাকে রাজনৈতিক কালার দিয়ে তাদের ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। তখন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের ফ্রী স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, একজন বিচারক জবাব দিহিতার অভাবে অন্যায়ভাব রায় দিয়ে থাকে।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারী সেক্রেটারী আব্দুল কাদের ও দর্শনা থানা সেক্টেটারী মাহবুবুর রহমান টুকু।